The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কৌটিল্যের শাসনব্যবস্থা এবং একবিংশ শতাব্দিতে প্রাসঙ্গিকতা

Kartick Kisku
Former Student, Dept. of Sanskrit, University of Calcutta, Howrah, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400053

Abstract

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির রাজনীতির ইতিহাসে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়, বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী যিনি নন্দ বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়েছিলেন তিনি হলেন মহামতী, কূটজ্ঞ, বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য বা কৌটিল্য। রাষ্ট্রের মঙ্গলময় উদ্দেশ্যে এবং রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর অমর সৃষ্টি একমাত্র গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র। ৩৭৫ খ্রিঃ পূর্বে কৌটিল্যের জন্ম। তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসক চন্দ্রগুপ্তের সাথে শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। অর্থশাস্ত্রে শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে কৌটিল্যের মতবাদ একবিংশ শতাব্দীতে সমান ভাবে গ্রহণীয়। একবিংশ শতাব্দীতে কৌটিল্যের শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ অনুযায়ী রাজা বা স্বামীর স্থলে রাষ্ট্রের প্রধান (প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি) মন্ত্রীর স্থলে (আমলা বা মন্ত্রীগণ) জনপদের স্থানে জনগণ, দুর্গের স্থানে সীমানা, কোষের স্থানে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, দন্তের স্থানে সৈনবাহিনী এবং মিত্রের স্থানে বন্ধুরাষ্ট্র যা পররাষ্ট্র নীতি বা কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কৌটিল্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে রাজাকে তুলে ধরেছেন। রাজার প্রধান কর্তব্য হল প্রজাপালন, বিচক্ষণতা, তৎপরতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা তুলে ধরা।

একটি শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় যে উপাদান বর্তমানে দেখা যায় তা মহামতী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কৌটিল্যের চিন্তাভাবনা দৃঢ়তা বিচক্ষণতা এতো সুদূর প্রসারী যে তা আজও প্রাসঙ্গিক তা রাষ্ট্রগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করা যায় তার বর্ণনা কৌটিল্য অনেক আগেই দিয়েছেন। রাষ্ট্রের শাসন সম্পর্কে সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Keywords: *কৌটিল্য, একবিংশ শতাব্দী, সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা, প্রাসঙ্গিকতা, জনকল্যাণ*

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সামরিক কৌশল ও সুশাসনের এক কালজয়ী প্রামাণ্য দলিল যা মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এবং আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা একটি রাষ্ট্রকে কীভাবে শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল এবং কল্যাণমুখী করা যায় তৎস্বরূপ গ্রন্থ হল অর্থশাস্ত্র। যার প্রণেতা হলেন মহামতি, কূটজ্ঞ বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য বা কৌটিল্য। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ সম্পর্কে কৌটিল্য নিজের গ্রন্থে বলেছেন –

"মনুষ্যানাং ভূমিরিত্যর্থঃ, মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ তস্যাঃ
পৃথিব্যাঃ লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রম্ অর্থশাস্ত্রম্ ইতি।।"

অর্থশাস্ত্র কেবল অর্থ বা সম্পদ অর্জনের পথ দেখায় না, বরং এটি একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল। ম্যাকিয়াভেলির 'The Prince' গ্রন্থে বহু পূর্বেই রাষ্ট্রনীতিতে বাস্তববাদিতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুতরাং প্রাচীন গ্রন্থ হলেও অর্থশাস্ত্রের প্রশাসনিক নীতি, আমলাতন্ত্রের কার্যকারিতা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং অর্থনৈতিক নীতিগুলো একবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কৌটিল্যের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল একটি সুপরিকল্পিত আর্থিক কাঠামো যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের এক অনন্য নকশা তৈরি করা হয়।

পরিচয়

টি. গণপতি শাস্ত্রীর মতে – **"কুটলো নাম গোত্রপর্বতকার্ষি তস্য গোত্রাপত্যাংকৌটলস্য" ইতি।**

চণক দেশে জন্ম বলে এছাড়া চণকের পুত্র বলে তিনি চাণক্য নামে পরিচিত ছিলেন। কামন্দকীয় নীতিসার গ্রন্থে বলা হয়েছে –

"নীতিশাস্ত্রামৃতং শ্রীমানর্থশাস্ত্রমহোদধি
সমুদ্ধ নমস্তমৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে।।"

কৌটিল্যপদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

কুটিং লাতি – ইতি কৌটিল্যীয়ার্থ (কুট + ইলচ্ = কুটিলঃ)

কুতো ঘটঃ, ধান্যপূর্ণ লান্তি সংগৃহ্লান্তি ইতি কুটলাঃ, কুম্ভীধান্যা ব্রাহ্মণক্ষেষ্টাঃ তেষাং গোত্রাপত্যে কৌটল্যো বিষ্ণুগুপ্তো নাম।

মুদ্রারাক্ষস নাটকে মহামতি কৌটিল্যকে ত্যাগ তপস্যাময় জীবনচর্চার আদিগুরু হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ

কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেমন হিলে ব্রান্ট, কিথ, ভিন্টারনিৎস, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, অতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের মতে অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের রচনা নয়, তাঁর সুযোগ্য এক শিষ্যের রচনা।

অপরদিকে গণপতি শাস্ত্রী, শ্যামশাস্ত্রী, ভিনসেন্ট স্মিথ্ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা হলেন কূটজ্ঞ মহামতি কৌটিল্য। বস্তুত প্রত্যেক প্রকরণ বা অধ্যায়ের শেষে 'ইতি কৌটিলায়ার্থ' উল্লেখ থাকায় কৌটিল্যই হলেন অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত রচয়িতা।

গ্রন্থবিন্যাস ও বিষয়বস্তু –

অর্থশাস্ত্রকে রাজনীতি বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বলা হয়। এই গ্রন্থে ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র সমস্ত বিদ্যাই বর্তমান। তাই বলা হয়েছে –

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।।"

অর্থশাস্ত্রে ১৫ টি অধিকরণ, ১৫০ টি অধ্যায়, ১৮০ টি প্রকরণে বিভক্ত। ১৫ টি অধিকরণের বিষয়বস্তু হল-

(১) রাজপুত্রগণের শিক্ষা, মন্ত্রীদের যোগ্যতা, বিভাগের অধ্যক্ষ ও তাদের কাজ, নগর শাসন এবং রাজার কর্তব্য।
(২) রক্ষাশিল্প ও গণিকাবৃত্তি।
(৩) অসামরিক আইন কানুন।
(৪) কৌশলী আইন কানুন।
(৫) শত্রুবিলাপ ও রাজকোষ তথা রাজপুরুষের বেতন।
(৬) রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গ।
(৭) ছয় প্রকারের রাজনীতি।
(৮)রাজার অযোগ্যতা ও তার পরিণাম।
(৯-১০) সামরিক অভিযান।
(১১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমূহ।
(১২) যুদ্ধ জয়ের কৌশল।
(১৩) অধিকৃত দেশে জনপ্রিয় হবার উপায়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

(১৪) যুদ্ধজয়ের অপকৌশল।

(১৫) অর্থশাস্ত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনা।

কৌটিল্যের শাসনব্যবস্থা

সুশাসন কথাটি প্রতিটি নাগরিকদের জন্য ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত শব্দ এর বিশেষ কোনো সংজ্ঞা না পাওয়া গেলেও পাশ্চাত্য পন্ডিত Berstein 1994 সালে একটি গ্রন্থে বলেছেন – "সুশাসন হল রাষ্ট্রের মানবজীবনের চলার পথে নীতি নৈতিকতাকে অনুসরণ করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পুনর্জাগরণের ফলস্বরূপ।।"

এছাড়া লক্ষ্য করা যায় আমলানিয়োগে স্বচ্ছতা, প্রশাসনের জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দুর্নীতিরোধ, প্রশাসনের পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ণ রাষ্ট্রচিন্তা ও তার প্রয়োগে জনকল্যাণমুখীতা, বিভিন্ন জনসেবামূলক সরকারী কর্মকাণ্ড ও জাতি গঠন বিভাগসমূহের সমন্বয়সাধন এবং প্রশাসনের পরিমার্জন, সংশোধন ও সংগঠন।

কৌটিল্যের জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ আবিষ্কারকে কেউ কেউ জগতের সর্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা, কেউ আবার এই গ্রন্থকে গ্রন্থাগার বলে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রনীতি এবং প্রশাসনের এমন কোনো দিক নাই তিনি তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। মূলত অর্থশাস্ত্র হল শাসনব্যবস্থার বিবিধ কৌশল সংক্রান্ত অপূর্ব গ্রন্থ। মহামতি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন –"মানুষের বৃত্তি বা জীবিকাকে অর্থ বলা হয়। মনুষ্যযুক্ত ভূমির নামও অর্থ হয়। যে শাস্ত্র পৃথিবীর লাভ ও পালনের উপায় নিরুপন করে তাই হল – অর্থশাস্ত্র।" কৌটিল্যের মতে –

"মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ তস্যাঃ
পৃথিব্যাঃ লাভপালনোপায়ঃ শাস্ত্রম্ অর্থশাস্ত্রম্ ইতি।।"

রাজার গুণাবলী ও কাজ

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক অনুদিত কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রের ২য় খণ্ডের মণ্ডলযোনী ষষ্ঠ অধিকরণ প্রথম অধ্যায় ৯৬ তম প্রকরণে রাজার গুণাবলী আলোচিত হয়েছে। রাজার মধ্যে ১৬ টি অভিগামিক গুণ লক্ষ্য করা যায়। এবং ৮ টি প্রজ্ঞাগুণ লক্ষ্য করা যায়। এবং ৪ টি উৎসাহী গুণগুলি হল – নির্ভয়, নিঃস্পাপ, শীঘ্রতা, নিপুণতা দেখা যায়। এছাড়া রাজার আত্মসম্পদের কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা – বাগ্মী, প্রগলভ স্মরণরক্ষা, বলদান, দানশীল ও প্রিয়বাদী হবেন। কৌটিল্যের মতে –

"তস্মাত্ স্বধর্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েত্।
স্বধর্মং সংদধানা হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি।।" ইতি

অমাত্য নিয়োগ

আচার্য ভারদ্বাজ বা দ্রোণাচার্যের মতে রাজা তার সহপাঠীদের মধ্য হতে অমাত্যদের নিয়োগ করবেন। কারণ তাদের মনের শুদ্ধভাব বা শৌচ ও কার্য সামর্থ জেনে নিয়োগ করবেন।

আচার্য বিশালাক্ষের মতে যারা চরিত্রগত দিক থেকে রাজার সমানধর্মবিশিষ্ট তাদেরকেই অমাত্য হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

আচার্য পরাশরের মতে যারা আংশিক বিপদেও রাজার উপকার সাধনে ব্রতী হবেন তাদেরকেই তিনি অমাত্য হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

আচার্য বাহুদন্তীপুত্র / ইন্দ্রের মতে যিনি সৎবংশজাত, প্রজ্ঞাবান্, শুদ্ধা, শূর ও স্বামীর প্রতি ভক্তিমান রাজাকেই অমাত্য হিসাবে নিয়োগ করবেন। এছাড়া শৌচ ও অশৌচ পরীক্ষা দ্বারা যথা ধর্মোপধা, কামোপধা, ভয়োপধা দ্বারা রাজা অমাত্য নিয়োগ করবেন।

কৌটিল্যের মতে –

"সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং ন বর্ততে
কুর্বীত সচীবাংস্তস্মাত্তেষাং চ শৃণুয়ান্মতম্।।"

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

রাষ্ট্রের মঙ্গলকামনায় গুপ্তচর নিয়োগ

স্বদেশের অমঙ্গল, রাষ্ট্রের পতন নাগরিকের সামাজ সচেতনতা যাতে সুন্দর থাকে এবং সকলে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন তাই গুপ্তচর নিয়োগ করা হত। বর্তমানে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো কর্মক্ষেত্রে গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়। কৌটিল্য গূঢ় পুরুষ বা গুপ্তচরের কথা উল্লেখ করেছেন। এই গুপ্তচরের কথা প্রায় সমস্ত সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে। জন বুকান এর লেখা The 39 steps, লরেন উইলকিনসন এর American Spy এমনকি বাংলা সাহিত্যে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (নবম খণ্ড, ২০২৬ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত) এছাড়াও ভারতের ইতিহাসে বিশেষত মৌর্য যুগে গুপ্তচর ও বিষকন্যাদের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তচর মূলত নয় প্রকার। যথা – (১) কাপটিক (২) উদাস্থিত (৩) গৃহপতিক (৪) বৈদেহক (৫) তাপসের বেশধারী (৬) সত্রি (৭) তীক্ষ্ণ (৮) রসদ (৯) ভিক্ষুকী।

কাপটিক

ছাত্রবেশধারী জনকে কাপটিক বলা হয়। রাজা ও প্রধান অমাত্য ও অন্যান্য অমাত্যদের যে সব কাজ অকুশল সেগুলি যথাযথ জানা ও বিশ্লেষণ করার জন্য নিযুক্ত করা হত।

উদাস্থিত

শুচিযুক্ত সন্ন্যাসী ও দীক্ষিত গুপ্তচর জন হলেন উদাস্থিত। যাদের প্রধান কাজ হল কৃষিকাজ ও বাণিজ্য করা এবং সাথে পশুপালন করবে। সেখান থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে জৈন ও বৌদ্ধদের সমস্ত কিছু রক্ষা করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

গৃহপতিক

কৃষিকর্মে দরিদ্র হলেও প্রজ্ঞা ও শৌচযুক্ত কৃষককে গৃহপতিক বলে।

বৈদেহক

ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত অথচ প্রজ্ঞা ও শৌচযুক্ত জনকে বৈদেহক গুপ্তচর বলা হয়।

তাপস

জটাধারী-বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ যদি রাজা কার্য করতে আগ্রহহীন হন তাহলে তাদের তাপস গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত হবেন। এরা নগরের বিভিন্ন স্থানে জটাধারী শিষ্য নামে অবস্থান করেন।

সত্রি

এরা গুপ্তচর হলেও বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী। যথা – লক্ষণ শাস্ত্র, অঙ্গ বিন্যাস, অন্তরচক্র বিদ্যা, কামশাস্ত্র, গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাই এদেরকে সত্রি বলা হয়।

তীক্ষ্ণ

সমাজে যারা সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং হস্তি বা বাঘ এই রকম হিংস্র জন্তুর সহিত দ্রব্য লাভে যুদ্ধ করে তাদের তীক্ষ্ণ বলে।

রসদ

যারা আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ মায়া মমতা বিহীন এবং যাদের স্বভাব অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অলস ও কর্মে অনুৎসাহী তাদের রসদ বলা হয়।

ভিক্ষুকী

সমাজের গরীব, বিধবা, ব্রাহ্মণী, শুদ্রা রমণী যারা অমাত্য গণের গৃহে যাতায়াত করেন তাদের ভিক্ষুকী বলা হয়।

কূটনীতি

অর্থশাস্ত্রের প্রধান গুণাবলী হল কূটনীতি। একটি রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে তা আলোচনা করতে অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে ষাড়গুণ্য নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন –

সন্ধি

রাজা যে রাজ্যটি শাসন করছেন তা অপেক্ষা অন্য রাজ্যটি শক্তিশালী হলে তিনি সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবেন।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিগ্রহ

রাজার সৈনদল শক্তিশালী হলে অন্য রাজার প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। দুটি ভাবে যুদ্ধ করা যেতে পারে, প্রথমত- প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা। দ্বিতীয়ত –নেপথ্যে শত্রুর ক্ষতি সাধন করা।

আসন

প্রতিপক্ষ যদি রাজাকে আঘাত করতে না পারেন বা রাজা যদি প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে পারেন তবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন।

যান

কৌটিল্যের মতে স্থানবিশেষ ও কালবিশেষে প্রতিপক্ষকে দমন করার নিমিত্ত আড়ালে থেকে যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয় তাই হল যান। কৌটিল্যের মতে এই যান তিন প্রকার। যথা – বিগ্রহযান, সম্বয়যান এবং সম্ভূয়যান।

সংশয়

যদি কোনো রাজা মনে করেন তিনি রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করতে না পারেন তবে সেক্ষেত্রে তিনি তৃতীয় রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতা স্থাপন করবেন।

দ্বৈধীভাব

কৌটিল্যের মতে রাজা একজন শত্রুর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে অন্য প্রতিপক্ষ শত্রুকে আক্রমণ করবেন। এইভাবে কৌটিল্য কূটনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন। যার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে রাষ্ট্রের হিতকামনায় বিভিন্ন নীতিকে অবলম্বন করে যেমন আলোচনা করেছেন তৎস্বরূপ বিধান অনুযায়ী চারপ্রকার দন্ডের অবতারণা করেছেন। যথা – সাম, দান, ভেদ ও দন্ড।

সাম

কৌটিল্যের মতে, 'নয়জ্ঞ পৃথিবী, জয়তি' অর্থাৎ নয় শব্দের মাধ্যমে বিশেষত কূটনীতিতে দূতকে কাজে লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কূটনীতির চারটি উপায়ের মধ্যে প্রথমটি হল সাম। রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় চার প্রকার দুর্গের কথা বলেছেন মহামতি কৌটিল্য। এবং সেই সাথে রাজার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈনদের শক্তিশালী করে তুলবেন।

দান

রাজা অপর রাজ্যের রাজাকে বশে আনার জন্য বিভিন্ন উপঢৌকন হাতি, ঘোড়া, এমনকি সুন্দরী রমনী প্রদান করা হয়। এইভাবে দুর্বল রাজাকে উপঢৌকনের মাধ্যমে নিজের আয়ত্তে আনবেন।

ভেদ

রাজা যদি উপঢৌকন প্রয়োগের মাধ্যমে রাজাকে স্বপক্ষে না আনতে পারেন সেক্ষেত্রে তার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রকে দুর্বল করাই হল ভেদ।

দন্ড

কৌটিল্যের মতে উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি আক্রমনের দ্বারা তিনি প্রতিপক্ষকে নিজের বশে আনতে পারবেন।

কৌটিল্যের শাসনব্যবস্থার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাবলি এবং নাগরিকদের নানা প্রকার অধিকার ও প্রশাসন সম্পর্কে যিনি অনন্য ধারণা দিয়েছিলেন তিনি হলেন বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য। বর্তমানে অর্থশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে আজও সমাদৃত হয়েছে তা নিম্নে আলোচিত হল –

বর্তমানে সংবিধানের ধারণা ও ধারা প্রতিটি রাষ্ট্রের মানুষকে অধিকারও সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে তৎস্বরূপ অর্থশাস্ত্র। এছাড়াও নারীদের অধিকারসহ নারীদের অবদান বহু পূর্বেই কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের ২৩ নং ধারায় যে শোষণের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ২২০-২২১ অনুচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সুশাসন ও জনকল্যাণ, দুর্নীতি

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রতিরোধ ও স্বচ্ছতা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা, কার্যকরী প্রশাসনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে সঠিক পরিচালনা করা যায়।

কৌটিল্যের মতে – 'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ' অর্থাৎ প্রজাগণের সুখের মধ্য দিয়ে রাজা ও রাষ্ট্রের মঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। এবং বর্তমানে শাসক বা সরকার যেমন জনগণের সেবক রূপে বিবেচিত হয়, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কৌটিল্যের দর্শনের মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য যেমন প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা এবং গুপ্তচরের ওপর জোর দিয়েছিলেন তৎস্বরূপ বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সততা বজায় রাখা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত থাকলে রাষ্ট্র বা সমাজের শাসনব্যবস্থা নবরূপে গড়ে ওঠে।

কৌটিল্য কর ব্যবস্থাকে মৌমাছির সাথে তুলনা করেছেন, অর্থাৎ প্রজাদের কাছে এমন ভাবে কর নিতে হবে যাতে কোষাগার পূর্ণ থাকে কিন্তু প্রজাদের কোনোরূপ সমস্যা না হয়। এইভাবে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর জোর দেন। অর্থশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল নেতৃত্বের গুণাবলী, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের নির্দেশিকা সেহেতু তিনি শাসকের আইনকে প্রাধান্য না দিয়ে আইনের শাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যেখানে অপরাধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে যা আধুনিক বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

উপসংহার

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনীতির প্রাচীন ভারতীয় সংকলন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এতে শাশ্বত নীতি সমূহ রয়েছে এবং এটি সর্বকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও রণকৌশল বিষয়ক গ্রন্থ। আজকের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের কৌশল ও ধারনার মূল্য এবং প্রাসঙ্গিকতা উপকারী হতে পারে। এর কিছু ধারনা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জনে এবং বর্তমানে বহু দেশের সম্মুখীন হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার সমাধানে সহায়ক হতে পারে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একজন জ্ঞানী রাজাকে রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দেয়, যা নিরাপত্তা, সম্পদ এবং খ্যাতির মতো বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

REFERENCES

মুখার্জী, ভারতী – প্রাচীন যুগের ও মধ্য যুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস।
মুখোপাধ্যায়, অলোককুমার (সম্পাদনায়) ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
বসাক, ডক্টর রাধা গোবিন্দ, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (প্রথম খন্ড) কোলকাতা : জেনারেল,১৯৬৪
ড. মিথিলেশ পান্ডে, উপকার প্রকাশনী, আগরা – ২৪২০০২
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রম্। প্রথম খন্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা – ৭০০০০২
Bernstin, J. Overcoming Fuzzy Governance in Bangladesh, Dhaka: UPL – 1994.

All rights reserved. © 2026